

335259 - কটে যদি কোনে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় সে যখনই তা দেখবে তখনই কি পুনঃপুন বরকতের দোয়া হবে?

প্রশ্ন

যদি আমি কোনে কিছু দেখে মুগ্ধ হই সেক্ষেত্রে যতবার আমি দেখি ততবারই কি আমাকে ‘আল্লাহুম্মা বারকি’ (হে আল্লাহ! বরকত দান) বলতে হবে? নাকি প্রথমবার ‘আল্লাহুম্মা বারকি’ বলাই যথেষ্ট? কোন বার যদি না বলি সেক্ষেত্রে কি আমি গুনাহগার হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমি ব্যক্তিকে নরিদশে দিয়েছেন সে যদি তার মুসলমি ভাইদের কোনে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় সে যেনে তাদের জন্য বরকতের দোয়া করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“যদি তোমাদের কটে তার ভাইয়েরে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় সে যেনে তার জন্য বরকতের দোয়া করে”।[মুয়াত্তা মালকে (২/৯৩৯), মুসনাদে আহমাদ (২৫/৩৫৫) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৫০৯)]

নরিদশেসূচক ক্রিয়া পটনঃপুনকিতার অর্থ নরিদশে করে কনি— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রে স্থায়ীকৃত সূত্র হলো: যদি নরিদশেসূচক ক্রিয়া পটনঃপুনকিতার লক্ষণগুলো থেকে মুক্ত হয় তাহলে তা পটনঃপুনকিতা দাবী করে না।

শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আস-শানক্বতি বলেন:

“ইমাম মুসলমি তাঁর সহিহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেন। তিনি বলেন: হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর। তখন এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতি বছর? তিনি চুপ করে থাকলেন। লোকটি কথাটি তিনিবার বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি আমি হ্যাঁ বলি তাহলে ফরয হয়ে যাবে; কিন্তু তোমরা পালন করতে পারবে না। এরপর বললেন: আমি যে বিষয়টি এড়িয়ে যাই তোমরাও সটোক এড়িয়ে যাবে। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা অধিক প্রশ্ন করে ও তাদের নবীদের সাথে মতভেদে করে ধ্বংস হয়েছে। যখন আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশে দই তখন তোমরা যতটুকু পার সটো পালন কর। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু থেকে নিষেধ করি তখন সটো বর্জন কর।[সমাপ্ত]

এই হাদিসের প্রমাণবহু কথাটুকু হল: “হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর।” অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিমও সংকলন করছেন। এই হাদিস দিয়ে দলিল দোয়া হয় যে, পট্টনঃপুনিকিতার লক্ষণমুক্ত নির্দেশে পট্টনঃপুনিকিতা দাবী করে না; যমেনটি উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রের স্থায়ীকৃত।”[আযওয়াউল বায়ান (৫/৭৪) থেকে সমাপ্ত]

তবে যদি পট্টনঃপুনিকিতার লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তাহলে এই লক্ষণগুলোর আলোকে পট্টনঃপুনিকিতা অনবিদ্য হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে যদি নির্দেশকে কোন শরত এবং নির্দেশটিকে অনবিদ্যকারী কোন হতুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয় সক্ষেত্রে শরয়িতদাতার প্রজ্ঞার দাবী হচ্ছে শরয়ি হতু পাওয়া গেলেই নির্দেশটি কর্মটির পুনরাবৃত্তি করা।

ইবনুল লাহ্হাম (রহঃ) বলেন:

“শরয়িতপ্রণতো প্রজ্ঞাবান; তার ক্ষেত্রে স্ববরিধতি নাজায়যে। তাই তিনি যখন কোন বধিান দনে এবং সেই বধিানকে কোন হতুর সাথে সম্পৃক্ত করেন তখন আমরা জানতে পারি যে, যখনই ঐ হতুটি পাওয়া যাবে তখনই তিনি এই বধিানটি আরোপ করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।”[আল-কাওয়ায়েদ ওয়াল ফাওয়ায়েদ আল-উসুলিয়াহ (পৃষ্ঠা-২৪০) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববর্তী হাদিসে বরকতের দোয়া করার নির্দেশকে বমিগ্ধতার অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর দাবী হচ্ছে পুনঃপুন দখোর মাধ্যমে বমিগ্ধতা অর্জিত হলে পুনঃপুন দোয়া করা।

দুই:

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বরকতের দোয়া করেনি; বাহ্যতঃ যা প্রতীয়মান হয় সটো হলো দৃষ্টাদিনকারীর দুটো অবস্থা:

১। সে ব্যক্তি শিক্তশীলী বমিগ্ধতার গুণধারী হওয়া। যার ফলে সে তার ভাইকে বদনয়রে আক্রান্ত করার ভয় করে। এমনটি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হলে তার উপর বরকতের দোয়া করা ওয়াজবি। যহেতু মুসলমি ভাইদের অনষ্টি করা থেকে বরিত থাকা একজন মুসলমিরে উপর আবশ্যক।

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন:

“যদি কোন নযরদানকারী তার দৃষ্টির দ্বারা ক্ষতি করা ও দৃষ্টি প্রদত্ত ব্যক্তিকে আক্রান্ত করার আশংকা করে তাহলে সে যেন **اللهم بارك عليه** (হে আল্লাহ তাকে বরকতময় করুন) বলার মাধ্যমে তার ক্ষতিকে প্রতহিত করে। যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরে বনি রাবীআ’কে বলছিলেন যখন তিনি সাহল বনি হানীফকে নযরগ্রস্ত করছিলেন: তুমি যদি ‘আল্লাহুম্মা বারকি আলাইহি’ বলতে।”[যাদুল মাআ’দ (৪/১৫৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) এটি বলা ওয়াজবি বলছেন; তিনি বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **أَلَا بَرَكْتُ** (তুমি বরকতের দোয়া করত) প্রমাণ করে যে, যদি নযরদানকারী ব্যক্তি বরকতের দোয়া করে তাহলে তার নযর ক্ষতি করে না ও সীমা অতিক্রম করে না। বরঞ্চ যখন ব্যক্তি বরকতের দোয়া করে না তখন নযর সীমা অতিক্রম করে। তাই প্রত্যেক যিনি ব্যক্তি কোন কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় তার উপর ওয়াজবি বরকতের দোয়া করা। কারণ সে যখন বরকতের দোয়া করে তখন সে অনষ্টিতে প্রতহিত করে; এর ব্যত্যয় ঘটবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।[আত-তামহীদ (৬/২৪০-২৪১) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসিরগ্রন্থে (১১/৪০১) ইবনে আব্দুল বাররকে অনুসরণ করছেন, অনুরূপভাবে ইবনুল মুলাক্কনিও ‘আত-তাওয়াহি’ গ্রন্থে (২৭/৪০১) এই মত উল্লেখ করছেন।

২। যদি ব্যক্তি নযর লাগানোর জন্য প্রসাদিধ না হয়, নজিরে থেকে ক্ষতির কোন ভয় না করে, নযরের মাধ্যমে তার ভাইকে ক্ষতগ্রস্ত করার আশংকা না করে তদুপর বরকতের দোয়া করা শরয়ি বিধান। যহেতু এটি তার ভাইদের প্রতি ইহসান। তবে এই অবস্থায় বরকতের দোয়া করাকে কটে ওয়াজবি বলছেন মরম্মে আমরা পাইনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।